রাখলেই আঁশের কালচে রং দূরীভুত হয়ে আঁশগুলো সোনালী রং এ পরিনত হবে।

- নির্দিষ্ট সময় ভিজিয়ে রাখার পর পুনরায় না ধুয়ে আঁশকে সরাসরি বাঁশের আড়ায়, ব্রীজের রেলিং, টিনের চালায় ইত্যাদিতে শুকাতে দিতে হবে। শুকানোর পর গুদামজাতের ব্যবস্থা করতে হবে।

- দেশের যে সমস্ত এলাকায় পাট পচন পানির অভাবে কৃষকের পাট আঁশের মান কালচে হয় সে এলাকার কৃষকগণ এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উজ্জ্বল পাট আঁশ উৎপাদন করতে সক্ষম হবেন।
- এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকগণ অল্প খরচে অধিক লাভবান হবেন। এতে করে কৃষক তথা দেশের অর্থনীতির চাকা আরো গতিশীল হবে।
- নির্ধারিত ডোজ এবং সময়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

পাটের কালচে আঁশকে সোনালী আঁশে রুপান্তরের প্রযুক্তি

প্রযুক্তি ব্যবহারে সুবিধা ও সতর্কতা ঃ

- রাসায়নিক রি-এজেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত টিএসপি সারের সাথে কৃষক আগেই সুপরিচিত বলে এ প্রযুক্তিটি খুব সহজেই কৃষক ব্যবহার করতে পারবেন।

প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও রচনা :
ড. মোহাম্মদ আশরাফুল আলম
পিএসও (চলতি দায়িত্ব), পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র, কিশোরগঞ্জ

সম্পাদনায় : ড. মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
পরিচালক, (পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ)

প্রকাশকাল : মে, ২০২০ খ্রিঃ
সংখ্যা : ৩০০০ কপি
প্রকাশনায় : মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

যোগাযোগ :
পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
www.bjri.gov.bd

Printed by: LetterPress, Katabon, Dhaka-1000.
Cell: +88 01711-166 375, E-mail: fazlu6@gmail.com

কৃষি উইং
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭

ভূমিকা

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। "সোনালী আঁশ" হিসাবে খ্যাত বাংলাদেশের ঐতিহ্যের সাথে জড়িয়ে আছে এই পাট। দেশের প্রায় চল্লিশ লক্ষ পাট চাষী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাট চাষের উপর নির্ভরশীল। এতে দেখা যায় মোট জনশক্তির এক তৃতীয়াংশ কোন না কোন ভাবে পাট ও পাট পণ্য উৎপাদন, পরিবহন ও বাজারজাত করনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের পাট বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাটের চেয়ে গুণে ও মানে অনেক উন্নত। আর এজন্য সারা বিশ্বেই বাংলাদেশের পাটের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশী, তোষা, কেনাফ ও মেস্তার অনেকগুলো উন্নতজাত উদ্ভাবন ও অবমুক্ত করেছে। আন্তর্জাতিক বাজার এবং বন ধ্বংসের প্রতিকার ও কাগজ শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে কেনাফ-মেস্তাকে ব্যবহারের উপযোগীতা বৃদ্ধির জন্য পাটের জাত উন্নয়নের পাশাপাশি সমগুরুত্বের কেনাফ ও মেস্তার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিজেআরআই পরিচালনা করছে। বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকায় পাট চাষ করা হলেও খুব কম এলাকতেই পাট কাটার সময় পাট পচনের উপযোগী পর্যাপ্ত পরিমান পানি পাওয়া যায়। আবার কোথাও কোথাও পাট পচনের পানি পাওয়া গেলেও তা খুবই অপর্যাপ্ত ঘোলা ও কাঁদাযুক্ত। ইদানিং কিছু কিছু এলাকায় এমনটিও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে কৃষক যে জমিতে পাট আবাদ করে পর্যাপ্ত পানির অভাবে সেই জমিতেই গর্ত করে খুবই অল্প পরিমান পানিতে (৬-৮ ইঞ্চি) কখনও সেচ দিয়ে আবার কখনও বৃষ্টির পানি ধরে রেখে পাট জাঁক দেয়।

এ সমস্ত জাঁকে কৃষক মাটি, কলা গাছ, আবর্জনা ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। অল্প পানি বা ময়লাযুক্ত পানিতে মাটি, কলা গাছ, আবর্জনা ইত্যাদি দিয়ে পাট পচনোর ফলে আঁশের মান নিম্নমানের এবং কালচে রংয়ের হয়। পাটের মান বিবেচনায় বিশ্ব বাজারে এ দেশের পাট গুণে ও মানে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্রমাগত পাট আঁশের মান খারাপ হয়ে যাওয়ায় বিশ্ব বাজারে পাট রপ্তানী প্রতিযোগীতায় বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে পড়ছে। শুধু তাই নয় পাট আঁশের মান নিম্ন হওয়ার কারণে কৃষকগণও আশানুরুপ মূল্য পাচ্ছেন না।

নিম্ন মানের কালচে আঁশের বাজার মূল্য সোনালী আঁশ তথা ভালো মানের পাটের চেয়ে প্রায় চারশত থেকে পাঁচশত টাকা কম দেখা যায়। আর এ কালচে আঁশের ভিতরে লুকিয়ে রাখা

সোনালী আঁশের সোনার রং কে ফিরিয়ে আনার জন্য এ প্রযুক্তিটির উদ্ভাবন- "কালচে আঁশকে সোনালী আঁশে রুপান্তর"।

পাট কাটার সঠিক সময়

পাট গাছের বয়স ১০০-১২০ দিন হলে পাট কাটলে পাটের মান ও ফলন ভাল হয়।

পাট পচন নির্ণয়

পাট পচনের সঠিক সময় নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাট কম পচলে আঁশের গায়ে ছল বা কাটিং লেগে থাকে এবং বেশী পচনে আঁশের মান খারাপ হয়। পাটের জাঁকের পচন নির্ণয়ের জন্য জাঁক দেয়ার ১০ থেকে ১২ দিন পর থেকে ২ বা ৩ টি পাট গাছ পচা জাঁক থেকে সংগ্রহ করে আঁশ ছাড়িয়ে নিয়ে পচা পাটের আঁশ মধ্যাংশ থেকে ১ ইঞ্চি পরিমান কেটে নিয়ে কাচের গ্লাসের ভিতর পানি দিয়ে ঝাকানোর পর যদি আঁশগুলো পরস্পর পৃথক হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে পচন কাজ শেষ হয়েছে। পচন শেষ হয়ে গেলে সাথে সাথেই আঁশ ছাড়িয়ে নিতে হবে।

আঁশ ছাড়ানো ও ধোয়া

আঁশ ছাড়ানোর সময় পাট গাছের গোড়ার শক্ত অংশের পচা ছাল

হাত দিয়ে ফেলে দিলে আঁশের কাটিংস এর পরিমান অনেকটা কম হয়। আঁশ ছাড়ানোর পর আঁশগুলোকে পরিষ্কার পানিতে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে, যেন এর গায়ে ছাল, পাট খড়ির ভাঙ্গা অংশ, অন্য কোন ময়লা, ধুলাবালি বা কাঁদা ইত্যাদি জাতীয় কোন বস্তু লেগে না থাকে।

এই প্রযুক্তির মাধ্যমে পাটের কালচে আঁশকে সোনালী আঁশে রুপান্তর করার সহজ ব্যবস্থা

- পরিষ্কার পানিতে রাসায়নিক রি-এজেন্ট হিসাবে প্রতি লিটার পানিতে ৬ গ্রাম টিএসপি সার মিশাতে হবে।

- টিএসপি সার ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা পূর্বে পানিতে মিশিয়ে টিএসপি সারের স্বচ্ছ দ্রবণ তৈরি করতে হবে।
- মাটির অথবা সিমেন্টের চাড়িতে বা মাটিতে গর্ত করে মোটা পলিথিন বিছিয়ে দিয়েও এ প্রযুক্তির ব্যবহার করা যাবে।
- পানিতে দ্রবণ তৈরি করার পর পরিষ্কার পানিতে ধোয়া ভিজা পাটের কালচে আঁশগুলোকে ঐ দ্রবণে ৪-৫ মিনিট ভিজিয়ে